ইউনিট
১৭

অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা
Money and Banking System

ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বে অর্থ এবং ব্যাংক ছাড়া অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, বিনিময় ইত্যাদি প্রায় অচল। অর্থের বিনিময়ে আমরা কোন কাজ করি এবং উপার্জিত অর্থের একটা অংশ ব্যাংক জমা রাখি। অর্থের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা একে অন্যান্য বস্তু থেকে আলাদা করেছে। আবার ব্যাংকেরও নিজস্ব কিছু স্বকীয়তা এবং প্রকারভেদ আছে। বর্তমানে বিশ্বের সকল দেশেই আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৮ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ১৭.১: অর্থের উদ্ভব ও বিকাশ

পাঠ ১৭.২: অর্থ ও অর্থের কার্যাবলী

পাঠ ১৭.৩: অর্থের চাহিদা ও যোগান

পাঠ ১৭.৪: অর্থের পরিমান তত্ত্ব

পাঠ ১৭.৫: ব্যাংক ব্যবস্থা

পাঠ ১৭.১ অর্থের উদ্ভব ও বিকাশ
Origin and Growth of Money

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- দ্রব্য বিনিময় প্রথা সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- অর্থের ক্রমবিকাশ বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

দ্রব্য বিনিময় প্রথা (Barter System)

প্রাচীনকালে মানুষের অভাব কম ছিল। কিন্তু কালক্রমে মানুষের অভাব বেড়ে যাবার ফলে ব্যক্তি বা পরিবারের একার পক্ষে সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপন্ন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে না। উদ্ভব হয় পন্য বিনিময়। কারণ কোন দ্রব্যের প্রয়োজন হলে সে নিজের উৎপাদিত দ্রব্যের বিনিময়ে অন্যের নিকট থেকে তা পেত। অর্থাৎ যখন একটি দ্রব্যের পরিবর্তে অন্য একটি দ্রব্য সরাসরি বিনিময় করা হয় তখন তাকে দ্রব্য বিনিময় প্রথা বলে।

উদাহরণ ঃ একজন মুচি তার জুতার বিনিময়ে কৃষকের নিকট হতে চাল সংগ্রহ করত। ফল বিক্রেতা ফলের বিনিময়ে জেলের কাছ থেকে মাছ সংগ্রহ করত।

দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধা (Demerits of Barter System)

১) দ্রব্যের অবিভাজ্যতা: দ্রব্য বিনিময় প্রথার একটি প্রধান অসুবিধা হল দ্রবের অবিভাজ্যতা। এমন অনেক দ্রব্য আছে যেগুলোকে ভাগ করে বিক্রি করা যায় না। যেমন: একজন লোকের একটি মহিষ আছে, তার ২ কেজি আটার প্রয়োজন। আবার আটা বিক্রেতার ও ৫ কেজি মহিষের মাংসের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে মহিষকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে আটার সাথে এর অংশবিশেষ বিনিময় করা সম্ভব নয়। এরূপ ক্ষেত্রে দ্রব্যের পরিমাণের অসামঞ্জস্যতার জন্য প্রত্যক্ষ বিনিময় ব্যবস্থায় জটিলতার সৃষ্টি হয়।

২) অভাবের অসামঞ্জস্যতা: দ্রব্য বিনিময় প্রথার একটি বড় অসুবিধা হল অভাবের অসামঞ্জস্যতা। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি তার আটার বিনিময়ে মাংস পেতে চাইলেও মাংস বিক্রেতার যদি আটার প্রয়োজন না থাকে, তাহলে আটা ও মাংসের বিনিময় সম্ভব হবে না। দ্রব্য বিনিময় প্রথা কার্যকর হতে হলে ক্রেতা ও বিক্রেতার অভাবগুলো পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া প্রয়জন। বাস্তব ক্ষেত্রে এরূপ মিল হয় না।

৩) নির্দিষ্ট মূল্যমানের অভাব: দ্রব্য বিনিময় প্রথায় দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য নির্ধারণের কোন নির্দিষ্ট পরিমাপক নেই। এরূপ ক্ষেত্রে বাজারে অসংখ্য বিনিময় হার বিদ্যমান থাকে যার কোনটিকেই স্থিতিশীল বলে মনে করা হয় না। তাই এক্ষেত্রে দ্রব্য সঠিক ভাবে বিনিময় করা যায় না।

৪) সঞ্চয়ের অসুবিধা: দ্রব্য বিনিময় প্রথায় দ্রব্যের মূল্য সঞ্চয়ের কোন উপায় নেই। অনেক দ্রব্যই সঞ্চয়যোগ্য নয় আবার অনেক দ্রব্য আছে যেগুলো সহজেই পচনশীল এবং দীর্ঘকালে নষ্ট হয়ে যায়। তাই দ্রব্য বিনিময় প্রথায় সঞ্চয় হয় না বলে অর্থনৈতিক অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

৫) মূল্য স্থানান্তরের সমস্যা: মূল্য স্থানান্তরের ক্ষেত্রেও বিনিময় প্রথায় অসুবিধা দেখা দেয়। যেমন-বাড়িঘর, জমিজমা, দোকানপাট এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করা যায় না। এ অবস্থায় মূল্য স্থানান্তরের অভাব অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্থ করে।

অর্থাৎ আমরা বলতে পারি দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থার নানা সমস্যার জন্য কালক্রমে দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয় এবং বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে অর্থের প্রচলন বিনিময় প্রথাকে সমস্যা থেকে মুক্ত করেছে এবং লেনদেনকে করেছে সহজতর।

অর্থের উদ্ভব ও বিকাশ (Origin and Growth of Money)

আদিকাল হতেই দ্রব্য বিনিময় প্রথা চলে আসছিল। যার ফলে অনেক মানুষকে নানা রকম সমস্যায় পড়তে হয়েছে। এই সমস্যা দূর করার জন্যই মুদ্রার বা অর্থের আবির্ভাব ঘটে। এখন আমরা দ্রব্য বা সেবা ক্রয়- বিক্রয়ে অর্থ ব্যবহার করি। অর্থাৎ দ্রব্যের মূল্য অর্থ দ্বারা নির্ধারিত হয়। দেনা পাওনা পরিশোধে অর্থের ব্যবহার করি। দ্রব্য সঞ্চয় অসুবিধা হয় বিধায় দ্রব্য বিক্রয় করে অর্থ সঞ্চয় করি। এই কাজ অর্থের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। সুতরাং অর্থ বলতে এমন এক বিনিময় মাধ্যমকে বুঝায় যা দেনা পাওনা নিষ্পত্তি করে এবং সঞ্চয়ের ভান্ডার হিসেবে কাজ করে।

শিক্ষার্থীর কাজ

দ্রব্য বিনিময় প্রথার সমস্যাগুলো আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

- দ্রব্য বিনিময় প্রথার সমস্যাসমূহ: ১) দ্রব্যের দ্রব্যের অবিভাজ্যতা, ২) অভাবের অসামঞ্জস্যতা, ৩) নির্দিষ্ট মূল্যমানের অভাব, ৪) সঞ্চয়ের অসুবিধা, ৫) মূল্য স্থানান্তরের সমস্যা
- অর্থের উদ্ভব ও বিকাশ: আদিকাল হতেই দ্রব্য বিনিময় প্রথা চলে আসছিল। যার ফলে অনেক মানুষকে নানা রকম সমস্যায় পড়তে হয়েছে। এই সমস্যা দূর করার জন্যই মুদ্রার বা অর্থের আবির্ভাব ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৭.১

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। প্রাচীনকালে বিনিময়ের মাধ্যম ছিল কোনটি?

(ক) অর্থ (খ) দ্রব্য (গ) স্বর্ণ (ঘ) চেক

২। দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধা হচ্ছে–

i. দ্রব্যের অবিভাজ্যতা
ii. সঞ্চয়ের সুবিধা
iii. অভাবের অসামঞ্জস্যতা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ ১৭.২ অর্থ ও অর্থের কার্যাবলী
Money and Funtions of Money

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- অর্থের সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- অর্থের কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

অর্থের সংজ্ঞা (Definition of Money)

"অর্থ হলো রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত, প্রত্যেকের গ্রহণযোগ্য এমন একটি বিনিময় মাধ্যম যা মূল্যের পরিমাপক হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং দেনা পাওনার নিষ্পত্তি ঘটায়। সঞ্চয়ের বাহন বা আঁধার হিসেবে কাজ করে এবং ঋণ থাকলে তা মিটিয়ে থাকে।" সুতরাং উপরের সংজ্ঞা থেকে অর্থের যে বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ:

(১) অর্থ হচ্ছে বিনিময়ের মাধ্যম;
(২) অর্থ মূল্যের পরিমাপক হিসেবে কাজ করে;
(৩) অর্থ হিসাব-নিকাশের একক হিসেবে কাজ করে;
(৪) অর্থকে সঞ্চয়ের বাহন বলা যায়।

অর্থের কার্যাবলি (Funtions of Money)

বিভিন্ন দিক থেকে অর্থের কার্যাবলি আলোচনা করা যায়। যেমন:

১। বানিজ্যিক কার্যাবলি
২। সামাজিক কার্যাবলি
৩। মনস্তাত্বিক কার্যাবলি

বানিজ্যিক কার্যাবলি: বানিজ্যিক কার্যাবলি সম্পাদন করা অর্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। নিম্নে বিভিন্ন বানিজ্যিক কার্যাবলি সর্ম্পকে আলোচনা করা হলো।

১. বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি: অর্থের মাধ্যমে দ্রব্যের লেনদেন নিষ্পত্তি করা হয়। তাই অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখে এবং এটি বিনিমেয় প্রথার অসুবিধা দূর করে সকলের নিকট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।
২. মূল্যের পরিমাপক: ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ে অর্থের মাধ্যমে মূল্য নির্ধারিত হয়। অর্থ দেনা পাওনা নিষ্পত্তি করে, যার জন্য ব্যবসা বাণিজ্য ব্যাপক হারে সম্প্রসারিত হয়েছে।
৩. স্থগিত লেনদেনের মান: ভবিষ্যৎ পরিশোধের শর্তে বাকিতে পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের মূল্য অর্থের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়। কারণ দ্রব্য মূল্যের চেয়ে অর্থ মূল্যের পরিবর্তনশীলতা কম বলে লেনদেনের ক্ষেত্রে অর্থের উপর নির্ভর করা হয়।
৪. সঞ্চয়ের বাহন: দ্রব্য সর্বদা সঞ্চয়ী নয়। যেমনটা শ্রম সঞ্চয় করে রাখা যায় না। কিন্তু অর্থ সহজেই সঞ্চয় করা যায়। তাই সঞ্চয়ের বাহক হিসেবে অর্থ গুরুত্বপূর্ণ।
৫. মূল্য স্থানান্তর: অর্থ প্রচলনের পূর্বে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি স্থানান্তর করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু এখন আর এমন হয় না, এখন যে কেউ তার নিজস্ব স্থান বিক্রয় করে অন্য স্থান, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করতে পারে।
৬. ঋণের সুবিধা: ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য সুবিধা পাবার কারণ ঋণ গ্রহণ। এটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত মূলধনের উৎস। ঋণের ভিত্তি হিসেবে চেক, ব্যাংক ড্রাফট, বিনিময় বিল ঋণপত্র ইত্যাদি ব্যবহার হয়।
৭. তারল্যের মান: অর্থের হাত বদলানোর চেয়ে তরল অন্য কোন মাধ্যম নেই যা চাহিবা মাত্র এর বাহককে দিতে বাধ্য থাকবে। এটি অর্থকে দ্রব্য বা সেবার এবং দ্রব্য বা সেবাকে সহজেই অর্থে পরিণত করে।

৮. সর্বোচ্চ তৃপ্তি লাভ: দ্রব্যের দামের সাথে তা থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ সমান হলে ভোক্তা সর্বোচ্চ তৃপ্তি লাভ করে। আর এটি অর্থের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।
৯. বন্টণের কার্যকলাপ: অর্থ বন্টণের কার্যাবলী সহজ করে। অর্থাৎ উপকরণের উৎপাদন ক্ষমতা অর্থের মাধ্যমে র্নিধারিত হয় কারণ এটি ছাড়া উৎপাদনের অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সঠিকভাবে পারিশ্রমিক ভাগ করে দেয়া অসম্ভব।

সামাজিক কার্যাবলি: আধুনিক যুগে অর্থ কিছু সামাজিক কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। যেমন-

১) সামাজিক কাঠামোর বিস্তৃতিকরণ: সামাজিক কাঠামোর বিস্তৃতিকরণে অর্থ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সামাজিক আচার আচরণ, সংস্কৃতি, সভ্যতা, ঐতিহ্য লালন করার জন্য অর্থের প্রয়োজন।
২) সামাজিক মর্যাদার মান উন্নয়ন: বর্তমান যুগে অর্থের মাধ্যমেই মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। অর্থের মাধ্যমেই সামাজিক মর্যাদা প্রকাশ পায়।
৩) সামাজিক সর্ম্পক নিশ্চিতকরণ: বর্তমান যুগে মানুষ সামাজিক সর্ম্পক নিশ্চিতকরণে উপহার বিনিময়, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেয়া, বিপদ আপদে একে অপরকে সাহায্যে করে সামাজিক সর্ম্পক নিশ্চিত করছে। এটির জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়।

মনস্তাত্ত্বিক কার্যাবলি: অর্থ এমন একটি বস্তু যা মানুষের মানসিক শক্তির সাথে সর্ম্পকিত কারণ অধিক অর্থ মানুষের মনোবলকে শক্ত করে আবার অর্থহীন মানুষের অর্থপূর্ণ জীবন যাপনের বৃথা স্বপ্ন দেখার মাধ্যমে মনবলকে দুর্বল করে দেয়। সবশেষে বলা যায়, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায়, বাণিজ্যিক উন্নয়নে, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে অর্থ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষার্থীর কাজ

অর্থ কি? অর্থের কার্যাবলী আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

- অর্থ হলো রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত, প্রত্যেকের গ্রহণযোগ্য এমন একটি বিনিময় মাধ্যম যা মূল্যের পরিমাপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়, দেনা পাওনার নিস্পত্তি ঘটায়। সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে এবং ঋণ থাকলে তা মিটিয়ে থাকে।
- অর্থের কার্যাবলী: ১। বানিজ্যিক কার্যাবলি, ২। সামাজিক কার্যাবলি, ৩। মনস্তাত্ত্বিক কার্যাবলি

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৭.২

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। অর্থের বৈশিষ্ট্য নয়-

i. বিনিময়ের মাধ্যম
ii. মূল্যের পরিমাপক নয়
iii. সঞ্চয়ের বাহন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। অর্থের বাণিজ্যিক কার্যাবলী হচ্ছে–

(ক) স্থগিত লেনদেনের মান নির্ধারণ (খ) সঞ্চয়ের বাহক নয়
(গ) ঋণের ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি (ঘ) সামাজিক সম্পর্ক নিশ্চিতকরণ

পাঠ ১৭.৩ অর্থের চাহিদা ও যোগান
Demand and Supply for Money

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- অর্থের চাহিদা ও যোগান ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- অর্থের যোগানের উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

অর্থের চাহিদা (Demand for Money)

অর্থ হলো বিনিময়ের অন্যতম মাধ্যম। মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে অর্থ হাতে রাখতে চায় আবার সঞ্চয় করতে চায়। আর এই অর্থ হাতে ধরে রাখার ইচ্ছেটাকেই অর্থের চাহিদা বলে। অর্থাৎ একটি সমাজের জনগন বিভিন্ন প্রয়োজনে তাদের আয়ের কিছু অংশ দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য নগদ আকারে হাতে ধরে রাখতে চায়, অর্থ হাতে ধরে রাখার এই ইচ্ছেটাকেই সে সমাজের অর্থের চাহিদা বলে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে লেনদেন কার্যক্রমকে বাড়ালে অর্থের চাহিদা বাড়ে আবার লেনদেন কমালে চাহিদা কমে।

অর্থের চাহিদাকে তিনভাবে ভাগ করা যায়
১. লেনদেনজনিত অর্থের চাহিদা
২. সতকর্তাজনিত অর্থের চাহিদা
৩. ফটকা কারবারজনিত অর্থের চাহিদা

নিচে অর্থের চাহিদা সমূহের ব্যাখা করা হলো

লেনদেন জনিত অর্থের চাহিদা: জনগণ তাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে তাদের আয়ের যে অংশ লেনদেন, দ্রব্য এবং সেবার কেনাবেচায় ব্যবহার করে তাকে লেনদেনজনিত অর্থের চাহিদা বলে।

সতকর্তাজনিত অর্থের চাহিদা: মানুষ তার আয়ের কিছু অংশ সঞ্চয় করে ভবিষ্যতের জন্য যেনো ভবিষ্যতের সকল প্রতিকূল অবস্থা মোকাবেলা করতে পারে। একে অর্থের সতকর্তামূলক চাহিদা বলে।

ফটকা কারবারজনিত অর্থের চাহিদা: মানুষ বাড়তি অর্থ উপার্জনের জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে শেয়ার বাজারে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করে। মানুষ অনেকটা ঝুঁকি ও প্রাপ্তির প্রত্যাশা নিয়ে এ কাজ করে। হঠাৎ মূল্য কমলে ভবিষ্যতে দাম বাড়তে পারে, তখন নগদ অর্থ দিয়ে সেই দ্রব্যগুলো কিনে মজুদ করে রাখে আর সময়মতো তা ছেড়ে দিয়ে অবিশ্বাস্য মুনাফা আদায় করে। আবার এই ব্যবসা সুদের হারের উপর নির্ভরশীল। কারণ এর সাথে ফটকাজনিত অর্থের চাহিদার বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান। সুদ বেশি হলে চাহিদা কমে আর কম হলে চাহিদা বাড়ে। তাই একে ফটকা কারবারজনিত অর্থের চাহিদা বলে।

অর্থের যোগান (Supply for Money)

সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ে প্রচলিত সকল প্রকার মুদ্রার সমষ্টিকে অর্থের যোগান বলে। আর এই মুদ্রা হালো বাজারে প্রচলিত সকল প্রকার কাগজের নোট, ধাতব কয়েন ইত্যাদি। অর্থ তার কার্য সম্পন্ন করতে গিয়ে হস্তান্তরিত হয়ে বিভিন্ন খাতে ছড়িয়ে আছে। তাই সরবাহকৃত অর্থের পরিমাণ বের করার জন্য বিভিন্ন খাতের সন্ধান করতে হয়।

সম্ভাব্য যে সকল খাতে অর্থগুলো থাকতে পারে সে সকল খাতের অর্থ যোগ করলে অর্থ সরবরাহের পরিমাণ বর্ণনা করা যায়। তারল্যের মাত্রা ব্যবহারের সুবিধা অনুযায়ী অর্থনীতিবিদগণ দু'ভাবে অর্থের যোগানের ব্যাখ্যা দিয়েছেন–

১. সংকীর্ণ অর্থে অর্থের যোগান
২. বিস্তৃত অর্থে অর্থের যোগান

সংকীর্ণ অর্থে অর্থের যোগান

সংকীর্ণ অর্থে অর্থের যোগান বলতে জনগণের হাতে রক্ষিত ধাতব ও কাগজী মুদ্রা, ব্যাংকে রক্ষিত চাহিদা আমানতের সমষ্টিকে বোঝায়। জনগণের হাতে রক্ষিত মুদ্রার তারল্য সবচেয়ে বেশি। অর্থাৎ এসব অর্থ যে কোনো সময় ব্যবহার করা যায়। চাহিদা আমানত বা চলতি আমানত ও নগদ অর্থের মতো জনগণ যেকোনো সময় চেকের মাধ্যমে ব্যাংক একাউন্ট থেকে উত্তোলন করতে পারেন অথবা চেকের মাধ্যমে দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য পরিশোধ করতে পারেন। সংকীর্ণ অর্থকে M_1 দ্বারা নির্দেশ করা হয়। অর্থাৎ

$M_1 = CU + DD$

এখানে, M_1 = অর্থের যোগান
CU = জনগণের হাতে রক্ষিত মুদ্রা
DD = বাণির্জিক ব্যাংকের চাহিদা আমানত

বিস্তৃত অর্থে অর্থের যোগান

যে সমস্ত আর্থিক সম্পদকে সরাসরি দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা ক্রয়ে ব্যবহার করা যায় না কিন্তু সহজেই মুদ্রা বা চেকযোগ্য আমানতে রূপান্তর করা যায় সেসব আর্থিক সম্পদকে অর্থের যোগান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। মেয়াদী আমানত যেমন- স্থির আমানত ডিপোজিট পেনশন স্কীম এবং সঞ্চয়ী আমানত এ শ্রেণির আওতাভুক্ত। অর্থনীতিতে এ ধরনের অর্থকে প্রায় অর্থ বলা হয়। বিস্তৃত অর্থে অর্থের যোগানকে দ্বারা M_2 নির্দেশ করা হয়। সুতরাং

$M_2 = M_1 + TD + SD$

এখানে M_2= বিস্তৃত অর্থে অর্থের যোগান
M_1= সংকীর্ণ অর্থে অর্থের যোগান
TD = বাণিজ্যিক ব্যাংকের মেয়াদী আমানত
SD = সঞ্চয়ী আমানত

ক) **জনগণের হাতের মুদ্রা:** মানুষ তার দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য হাতে কিছু নগদ অর্থ রাখে। জনগনের হাতে জমা করা অর্থের সমষ্টিকেই জনগণের হাতের মুদ্রা বলে।

খ) **চাহিদা আমানত:** জনগণ তার অর্থের সুরক্ষার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকে তার অর্থ আমানত হিসেবে জমা রাখেন এবং জনগণ তাদের প্রয়োজনে চাহিবা মাত্র জমাকৃত আমানত হতে অর্থ উত্তোলন করতে পারেন।

গ) **মেয়াদি আমানত:** জনগণের আয়ের যে অংশ দ্রুত প্রয়োজন হবে না বলে মনে করে তা বাণিজ্যিক ব্যাংকে মেয়াদি আমানত হিসেবে রাখতে পারেন। নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে নগদ অর্থ হিসেবে তা পেয়ে যাবেন।

শিক্ষার্থীর কাজ

১) অর্থের চাহিদাসমুহ আলোচনা করুন।
২) অর্থের যোগান সম্পর্কে আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

- একটি সমাজের জনগণ বিভিন্ন প্রয়োজনে তাদের আয়ের কিছু অংশ দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য নগদ আকারে হাতে ধরে রাখতে চায়, অর্থ হাতে ধরে রাখার এই ইচ্ছেটাকেই সে সমাজের অর্থের চাহিদা বলে।

- সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ে প্রচলিত সকল প্রকার মুদ্রার সমষ্টিকে অর্থের যোগান বলে।
- অধ্যাপক আরভিং ফিশারের মতে, বিহিত মুদ্রাকে এর প্রচলন গতি ও প্রবণতাকে তার প্রচলন গতি দ্বারা গুণ করে সমষ্টি করলে অর্থের যোগান পাওয়া যায়। অর্থনীতিবিদ মিল্টন ফ্রিডম্যান অর্থের যোগান বলতে জনগণের হাতের মুদ্রা, ব্যাংকে রক্ষিত চাহিদা আমানত ও মেয়াদি আমানতের সমষ্টিকে বুঝিয়েছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৭.৩

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। অর্থের চাহিদা যে বিষয়গুলো দ্বারা প্রভাবিত হয়

i. সুদের হার
ii. ভোগ প্রবণতা
iii. দামস্তর

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। সুদের হারের সাথে ফটকাজনিত অর্থের চাহিদার সম্পর্ক কিরূপ–

(ক) সমমুখী (খ) ধনাত্মক (গ) বিপরীতমুখী (ঘ) শূণ্য

৩। বিস্তৃত অর্থে অর্থের যোগান হচ্ছে–

i. সঞ্চয়ী আমানত
ii. বাণিজ্যিক ব্যাংকের মেয়াদী আমানত
iii. সংকীর্ণ অর্থে অর্থের যোগান

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ ১৭.৪ অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব
Quantity theory of Money

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- অর্থের মুল্য সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ফিশারের সমীকরণ ব্যবহার করে অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

অর্থের মূল্য (Value of Money)

অর্থের মূল্য বলতে অর্থের ক্রয়ক্ষমতাকে বোঝায়। এক একক অর্থের বিনিময়ে সাধারণভাবে যে পরিমাণ দ্রব্য বা সেবা ক্রয় করা যায়, তাকে সেই অর্থের মূল্য বলা হয়। যেমন- ১ টাকা দ্বারা ১০০ গ্রাম গম কেনা গেলে ১ টাকার মূল্য হবে ১০০ গ্রাম গমের সমান। অর্থাৎ ১ টাকা = ১০০ গ্রাম গম। অর্থাৎ অর্থের মূল্য দ্রব্য সামগ্রীর পরিমাণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এখানে একটি জিনিস মনে রাখতে হবে যে মুদ্রার দামস্তরের সাথে অর্থ মুল্যের সম্পর্ক বিপরীত। অর্থাৎ দামস্তর যখন বেড়ে যায় তখন এক একক মুদ্রা দিয়ে আগের চেয়ে কম দ্রব্য কেনা যায়। এক্ষেত্রে অর্থের মূল্য কমে যায়। নিম্নে আমারা চিত্রের মাধ্যমে বিষয়টি উপস্থাপন করছি-

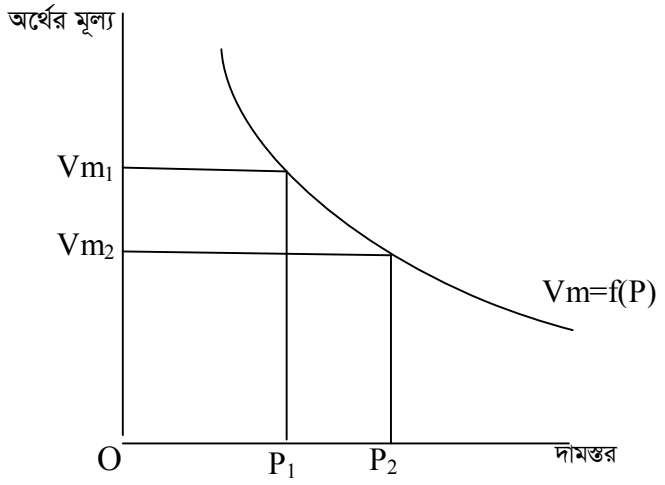

চিত্র ১৭.৪.১: দামস্তরের সাথে অর্থের মূল্যের সম্পর্ক

চিত্র ১৭.৪.১ এ ভুমি অক্ষে দামস্তর (P) ও লম্ব অক্ষে অর্থের মূল্য (Vm) পরিমাপ করা হয়েছে। চিত্রে Vm অর্থের মূল্য নির্দেশক রেখা। এখানে দামস্তর বেড়ে OP_1 থেকে OP_2 হলে মুদ্রার মূল্য Vm_1 থেকে কমে গিয়ে Vm_2 হয়। অর্থাৎ দামস্তর এর সাথে অর্থের মুল্যের সম্পর্ক বিপরীত।

ফিশারীয় ভাষ্য ঃ ১৯১১ সালে অধ্যাপক আরভিং ফিশার তার "The Purchasing Power of Money" গ্রন্থে' অর্থের পরিমাণ ও অর্থের মূল্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে যে তত্ত্ব প্রদান করেন সেটাই ফিশারীয় পরিমাণ তত্ত্ব নামে পরিচিত। তিনি আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন।

মূল বক্তব্য: অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে অর্থাৎ অর্থের প্রচলন গতি ও বানিজ্যের পরিমান স্থির থাকলে দ্রব্যের দাম স্তরের সাথে অর্থের পরিমানের সম্পর্ক সমান বা সমমূখী কিন্তু অর্থের মূল্যের সম্পর্ক বিপরীত হয়। অর্থাৎ অর্থের যোগানের পরিমান দ্বিগুন হলে অর্থের মূল্য অর্ধেক হয়। আবার অর্থের যোগানের পরিমান অর্ধেক হলে দামস্তর অর্ধেক এবং অর্থের মূল্য দ্বিগুন হয়। আমরা এভাবেও বলতে পারি যে মুদ্রার পরিমাণ যে হারে পরিবর্তিত হয়, দামস্তর ও সেই হারে এবং একই দিকে পরিবর্তিত হয় কিন্তু অর্থের মূল্য একই হারে বিপরীত দিকে পরিবর্তিত হয়।

অনুমিত শর্ত

১) পূর্ণ নিয়োগ ও পূর্ন প্রতিযোগিতা বিরাজ করবে।
২) চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সর্বদা ভারসাম্য থাকে।
৩) বিনিময়ের মাধ্যম একটিই, তা হলো অর্থ।
৪) অর্থের প্রচলন গতি ও দামস্তর স্থির থাকবে।
৫) ক্রয়বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার পরিমাণ স্বল্পকালে স্থির।

আরভিং ফিশার তার অর্থের মূল্য তত্ত্বে চাহিদা ও যোগান দ্বারা অর্থের মূল্য নির্ধারণ করেন।

অর্থের চাহিদা: কোন নির্দিষ্ট সময়ে জনগণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা ক্রয়ের জন্য যে পরিমাণ অর্থের দরকার তাই হলো সে সময়ে ঐ সমাজের মোট চাহিদা।

অর্থের চাহিদা = দামস্তর (P) x ক্রয় বিক্রয় যোগ্য মোট দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার পরিমান (T)

অর্থের মোট চাহিদা = PxT

অর্থের যোগানঃ ফিশারের মতানুযায়ী দেশের প্রচলিত মোট অর্থের পরিমাণকে অর্থের যোগান বলে। নিদিষ্ট সময়ে এক একক মুদ্রা যতবার হাত বদল হয় তাই হলো মুদ্রার প্রচলন গতি। অর্থাৎ অর্থের পরিমাণের সাথে তার প্রচলন গতি গুণ করে যোগ করলে অর্থের যোগান পাওয়া যায়।

অর্থের মোট যোগান = মোট অর্থের পরিমাণ (M) x অর্থের প্রচলন গতি (V)

অর্থের মোট যোগান = MV

ফিশারীয় সমীকরণ: ফিশার অর্থের পরিমান তত্ত্বকে একটি নির্দিষ্ট সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করেন। তাই এই তত্ত্বটি ফিশারের সমীকরণ নামেও পরিচিত।

সমীকরণটি হলো:

MV = PT

M = প্রচলিত অর্থের পরিমাণ

V = অর্থের প্রচলন গতি

P = দামস্তর

T = ক্রয়বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার পরিমাণ

নির্দিষ্ট সময়ে V ও T স্থির থাকলে M এর সাথে P এর সম্পর্ক হয় সমানুপাতিক অর্থাৎ অর্থের যোগান যে হারে বাড়ে দামস্তর সে হারে বাড়ে; আবার অর্থের যোগান যে হারে কমে সে হারে দামস্তর কমে। উপরোক্ত সমীকরণে M বলতে ফিশার শুধুমাত্র জনগণের হাতে রক্ষিত মুদ্রা ও ব্যাংকের চলতি আমানতকে বুঝিয়েছেন; কিন্তু সঞ্চয়ী আমানত ও মেয়াদী আমানত ফিশারের তত্ত্বে স্থান পায়নি। এখন ধরি প্রায়-অর্থের পরিমাণ = M′এবং প্রচলিত অর্থের গতিবেগ = V′। এক্ষেত্রে ফিশারের সমীকরণটি নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায়।

$MV + M'V' = PT$

বা, $P = \frac{MV + M'V'}{T}$

এ সমীকরণে অর্থের যোগান (MV+M′V′) ও অর্থের চাহিদা (PT) পরস্পর সমান। অর্থাৎ T,V,V′ যদি স্থির হয় সেক্ষেত্রে M ও M′ এর পরিবর্তনের সাথে P ও একই দিকে সমানুপাতিকভাবে পরিবর্তিত হয়।
সুতরাং কোন নির্দিষ্ট সময়ে যদি M ও M′ এর পরিমাণ দিগুন হলে সাথে P ও দ্বিগুন হবে এবং অর্থের মূল্য অর্ধেক হবে। অন্যদিকে M ও M′ এর পরিমাণ অর্ধেক হলে P অর্ধেক হয় এবং অর্থের মূল্য দ্বিগুন হয়।

M	V	M	V′	T	P= $\frac{MV+M'V'}{T}$	$V_m=\frac{1}{P}$
100	5	100	5	10	$\frac{100\times5+100\times5}{10}$ =100	$\frac{1}{100}$ =.01
200	5	200	5	10	$\frac{200\times5+200\times5}{10}$ =200	$\frac{1}{200}$ =.005
50	5	50	5	10	$\frac{50\times5+50\times5}{10}$ =50	$\frac{1}{50}$ =.02

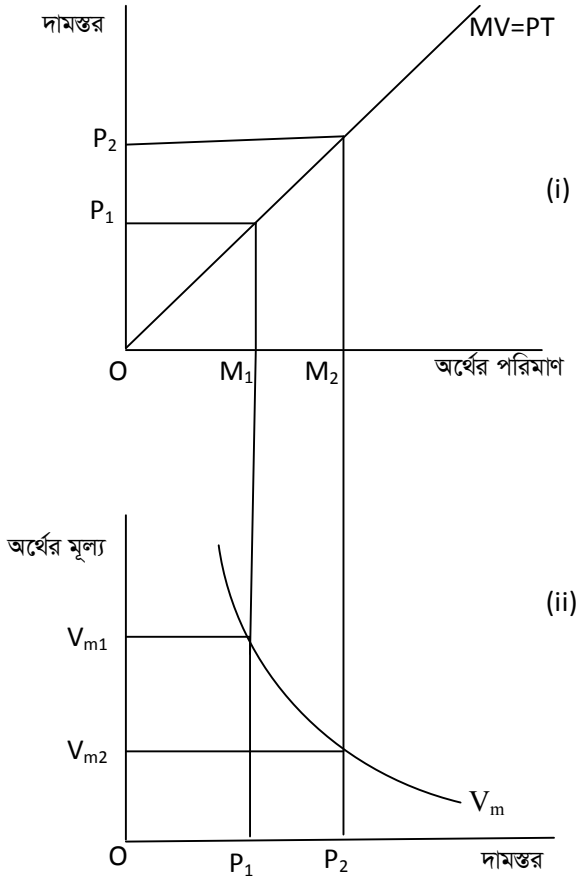

চিত্র ১৭.৪.২: অর্থের পরিমান তত্ত্ব: ফিশারিয় ভাষ্য

চিত্র ১৭.৪.২ এর (i) ও (ii) অংশে ভুমি অক্ষে অর্থের পরিমান (M), লম্ব অক্ষে চিত্রের (i) অংশে দামস্তর P ও (ii) চিত্রে অর্থমূল্য (V_m) পরিমাপ করা হয়। চিত্রের (i) অংশে অর্থের যোগান OM_1 থেকে OM_2 হলে, দামস্তর বৃদ্ধি পেয়ে OP_1 থেকে OP_2 হয়। আবার চিত্রের (ii) অংশে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেয়ে OM_1 থেকে OM_2 হলে অর্থের মূল্য

OV_{m1} হতে হ্রাস পেয়ে OV_{m2} হয়। সুতরাং চিত্র ১৭.৪.২ থেকে বোঝা যায় অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলে দামস্তর বৃদ্ধি পায় কিন্তু অর্থের মূল্য হ্রাস পায় এবং অর্থের মূল্য হ্রাস পেলে দামস্তর হ্রাস পায় কিন্তু অর্থের মূল্য বৃদ্ধি পায়।

সমালোচনা

১) ফিশারীয় তত্ত্বে লেনদেনের বাহন হিসেবে শুধু অর্থকেই ধরা হয়েছে বাস্তবে সঞ্চয় ও ঋন পরিশোধের উপায়সহ অনেক প্রয়োজনেই অর্থ ব্যবহৃত হয়।

২) এ তত্ত্বে সুদের হারের প্রভাবকে ধরা হয়নি।

৩) অর্থনীতিতে পূর্ণ নিয়োগ ধারনাটি অবাস্তব।

৪) তার মতবাদে মনস্তাত্ত্বিক উপাদানকে অস্বীকার করা হয়েছে।

৫) এ তত্ত্বে বানিজ্য চক্রের কোন ব্যখ্যা দেয়া হয়নি।

৬) ফিশারের সমীকরণের MV = PT একটি অভেদ মাত্র। অর্থের মূল্য নির্ধারণে এ অভেদের কোন গুরুত্ব নেই।

৭) ফিশার তার সমীকরণে অর্থের প্রচলন গতি V চলকটি যুক্ত করায় ভীষণ ভাবে সমালোচিত হয়েছেন। কারণ অর্থের প্রচলন গতির হিসাব করা একটি জটিল ব্যাপার।

শিক্ষার্থীর কাজ

অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের ফিশারিয় ভাষ্য সম্পর্কে আলোচনা করুন ও এর সীমাবদ্ধতা গুলো আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

- অর্থের মূল্য বলতে অর্থের ক্রয়ক্ষমতাকে বোঝায়। এক একক অর্থের বিনিময়ে সাধারণভাবে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করা যায়, তাকে সেই অর্থের মূল্য বলা হয়।
- অধ্যাপক ফিশারের মতে, অর্থের পরিমাণের সাথে দামস্তরের সম্পর্কে সমানুপাতিক। যখন অর্থের প্রচলন গতি ও বাণিজ্যের পরিমাণ স্থির থাকে, তখন দ্রব্যের দামের সাথে অর্থমূল্যের সম্পর্ক বিপরীত হয়। সে অবস্থায় অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ হলে অর্থের মূল্য অর্ধেক হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৭.৪

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১। অর্থের মূল্য বৃদ্ধি পেলে

(ক) দামস্তর হ্রাস পায় (খ) দামস্তর বৃদ্ধি পায় (গ) অর্থের পরিমান বাড়ে (ঘ) উপরের সবগুলো

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

কোনো অর্থনীতিতে M =২০০, V =৫, M′ =২০০ ও V′=৫ T=৫০০

২। ঐ অর্থনীতিতে দামস্তর কত?

(ক) ১৬ (খ) ৮ (গ) ৪ (ঘ) ২

৩। ঐ অর্থনীতিতে অর্থের প্রচলন গতি ও লেনদেনের পরিমাণ স্থির থেকে অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ হলে-

i. অর্থের মূল্য হবে ২৫

ii. দামস্তর দ্বিগুন হবে

iii. VM রেখা নিম্নগামী হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ ১৭:৫ ব্যাংক ব্যবস্থা
Banking System

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ব্যাংকের উৎপত্তি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন;
- বানিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন;
- বানিজ্যিক ব্যাংকের সমাজসেবা কার্যক্রম সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- অনলাইনে ব্যাংকিং ও মোবাইল ব্যাংকিং এর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

ব্যাংকের উৎপত্তি (Origin of Bank)

ব্যাংক শব্দটির সম্পর্কে অনেক মতবাদ রয়েছে। কারো মতে ইটালীয় Banco বা Bancus থেকে উদ্ভূত আবার কারো মতে এটি জার্মান শব্দ Banck থেকে উদ্ভুত। খ্রিষ্টার্ব ৬০০ অব্দে চীনের Shansi Bank বিশ্বের প্রথম ব্যাংক এবং ১১৫৭ খ্রিষ্টাব্দতে ইটালিতে বিশ্বের সর্বপ্রথম সরকারি ব্যাংক "ব্যাংক অব ভেনিস" প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্যাংকের উৎপত্তি নিয়ে একটি মজার কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। একসময় যখন বিনিময়ের মাধ্যমে হিসেবে স্বর্ণ চালু ছিল তখন ভোক্তা ও ব্যবসায়ীদের নিকট স্বর্ণমুদ্রা বহন করে ঘুরে বেড়ানো ঝামেলাপূর্ণ ছিল। তাছাড়া স্বর্ণমুদ্রা ভারী হওয়াতে এটি বহন করা কিছুটা কষ্টসাধ্য ছিল এবং সেই সাথে এটি বিনিময়ের সময় ইহার ভেজালশূন্যতা যা যাচাই করে নিতে হতো। এসব কারণে জনগণ তাদের স্বর্ণ স্বর্ণকারের নিকট আমানত হিসেবে জমা রাখত। এই সেবার বিনিময়ে তারা স্বর্ণকারদের কিছু ফি দিত এবং স্বর্ণকারের নিকট হতে রসিদ নিয়ে নিতো। এই রসিদই কাগজী মুদ্রার প্রথম সংস্করণ ছিল।

একসময় স্বর্ণকারগণ বুঝলো যে, দিনশেষে আমানতকারীগণ তাদের গচ্ছিত স্বর্ণমুদ্রার খুব কম পরিমাণ ব্যয় করে এবং আমানতকারীগণ তাদের গচ্ছিত স্বর্ণমুদ্রা বা অর্থ একই সময় উত্তোলন করে না। এ কারণে স্বর্ণকারগণ তাদের ভল্টে গচ্ছিত অর্থের একটি অংশ অন্যদেরকে সুদের বিনিময়ে ঋণ দিত। এভাবে তারা প্রচুর মুনাফা অর্জন করতে লাগল। আমানতকারীদের তাদের ভল্টে স্বর্ণমুদ্রা রাখতে আকৃষ্ট করার জন্য স্বর্ণকারগণ বিনিময়ে আরও অল্প পরিমাণ ফি নেয়া শুরু করল। এভাবে সুদ আদান-প্রদানের মধ্যে স্বর্ণকারদের মুনাফা অর্জিত হয় এবং এই মুনাফা অর্জন পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাংক ব্যবস্থা উৎপত্তি ঘটে।

ব্যাংক এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে জনগণের অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং প্রয়োজনে জনসাধারণকে ঋণ প্রদান করা হয়। অর্থাৎ ব্যাংক হলো এমন এক আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেখানে জমাকৃত অর্থের সাথে যাদের অর্থের প্রয়োজন তাদের মধ্যে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।

অধ্যাপক কেয়ানক্রর্সের মতে, ব্যাংক একটি আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান যে ঋণ ও ঋণের ব্যবসা করে।
অর্থনীতিবিদ ক্রাউদার বলেন "ব্যাংক তার নিজের ও অন্য লোকের ঋণের কারবার করে।"

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ চেম্বার্স এর ভাষায় "ব্যাংক এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার ঋণ অন্যান্য লোকের ঋণ পরিশোধের জন্য গৃহীত হয়"।

অর্থাৎ উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা জনগনের অর্থ আমানত হিসেবে রাখে। প্রয়োজনের সময় অর্থ দিয়ে কৃতার্থ করে, সুদের বিনিময়ে ঋণ প্রদান করে, মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি বিনিময়ের বিভিন্ন মাধ্যম সৃষ্টি করে, বিলের বাট্টা করে মক্কেলদের হয়ে আর্থিক নিশ্চয়তা বা জামিন প্রদান করে।

ব্যাংকের শ্রেণীবিভাগ (Classiification of Bank)

একটি দেশের অর্থনৈতিক বাজারের শীর্ষে থাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যা অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক হিসেবে এবং অর্থের বাজারকে নিয়ন্ত্রন করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থ বাজারের শৃঙ্খলা পরিচালনার জন্য দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে শাখা বিস্তার করে কিছু ব্যাংকের অনুমোদন দিয়ে থাকে।

উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে ব্যাংকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে।
যথা- ক) বানিজ্যিক ব্যাংক
খ) বিশেষায়িত ব্যাংক
বিশেষায়িত ব্যাংককে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় যেমন-
ক) শিল্প ব্যাংক
খ) কৃষি ব্যাংক
গ) বিনিময় ব্যাংক
ঘ) সঞ্চয় ব্যাংক
ঙ) সমবায় ব্যাংক
চ) কৃষি বন্ধকী ব্যাংক
ছ) ইসলামী ব্যাংক
জ) কর্মসংস্থান ব্যাংক

২) ব্যাংকের শাখার উপর ভিত্তি করে ব্যাংককে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-
ক) একক ব্যাংক ও
খ) শাখা ব্যাংক
এছাড়া আরো কিছু ব্যাংক রয়েছে যেগুলোর নিদিষ্ট ভূখন্ডে থেকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিচরণ করে। যেমন-
ক) বিদেশী ব্যাংক
খ) দেশীয় ব্যাংক

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি (Functions of Central Bank)

অর্থ বাজারের প্রধান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে ন্যস্ত। অর্থ বাজারের এই ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের অনুমোদন দিয়ে থাকে। সবরকম মুদ্রা প্রচলনে ব্যাংকের ব্যাংক হিসেবে কাজ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি সমূহ নিচে আলোচিত হলো-

ক) সাধারণ কার্যবলি

মুদ্রা ও নোট প্রচলনঃ মুদ্রা ও নোট প্রচলন করাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কাজ এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকই এই ক্ষেত্রে একক অধিকার ভোগ করে।

মুদ্রার মান সংরক্ষনঃ বৈদেশিক মুদ্রা বা ধাতুর সাথে দেশের অভ্যন্তরীণ মুদ্রার মান বা মূল্য সংরক্ষণের মাধ্যমে স্থিতিশীলতা বজায় রাখে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

মুদ্রা বাজার পরিচালনাঃ দেশের অভ্যন্তরে একটি শক্তিশালী অর্থ বাজার গঠন পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা সর্বাধিক।

ঋণ নিয়ন্ত্রণঃ ঋণের স্বল্পতা বা অধিক উভয়েই দেশের অথনৈতিক উন্নয়নের জন্য ক্ষতিকর। তাই সঠিক ভাবে ঋণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে, নীতি-কৌশল ব্যবহার করে ঋণের পরিমান কাম্যস্তরে রাখার চেষ্টা করে।
বিনিময় নিয়ন্ত্রণঃ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাম্যবস্থার জন্য আন্তর্জাতিক বাজারে মুদ্রার বিনিময় মূল্য নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এতে করে রপ্তানী বৃদ্ধি পায়।

খ. সরকারের ব্যাংক হিসেবে কার্যাবলি

সরকারের তহবিল সংরক্ষণঃ রাষ্ট্রীয় তহবিল ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের তহবিল সংরক্ষণ করে যাকে এই ব্যাংক।
আর্থিক লেনদেন সম্পাদনঃ সরকারের সাথে দেশ বিদেশের সব ধরনের আর্থিক দেনা পাওনা নিস্পত্তি করে এই ব্যাংক।
অর্থের আমানত গ্রহণ ও প্রদানঃ কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন খাত থেকে আয়ের অর্থ সরকারের তহবিলে জমা করে থাকে এবং সরকারে নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন খাতে অর্থ প্রদান করে।
হিসাব সংরক্ষণঃ এই ব্যাংক সরকারের বিভিন্ন খাতের যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ ও পরিচালনা করে।
ঋণ প্রদান ও তত্ত্বাবধানঃ সরকারের আর্থিক সংকটের সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ হিসেবে অর্থ প্রদান করে এবং উক্ত ঋণ তত্ত্বাবধান করে থাকে।
বৈদেশিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সর্ম্পক রক্ষা করাঃ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ, বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, গোষ্ঠী উন্নয়ন ব্যাংক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সংযোগ রক্ষা করে থাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
আর্থিক উপদেষ্টা ও প্রতিনিধিত্ব করাঃ সরকারের উপদেষ্টা ও পরামশর্ক হিসেবে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার কাজটি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৈদেশিক সর্ম্পক স্থাপনের প্রয়োজনীয় চুক্তি সম্পাদনে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করে।
আর্থিক ব্যবস্থার নীতি বাস্তবায়নঃ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে সরকারের আর্থিক নীতিমালা প্রণয়নে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরামর্শ দিয়ে সরকারকে সাহায্য করে। অর্থনীতির চাকা স্বাভাবিক রাখার জন্য কঠোর হস্তে আর্থিক নীতি বাস্তবায়ন করে থাকে।

গ. অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক হিসেবে কাজ করে

তালিকাভূক্তকরণঃ নতুন নতুন ব্যাংক এর শাখা প্রতিষ্ঠার অনুমতি এবং উক্ত ব্যাংকের শাখা প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করছে কিনা তা নজরদারী করে।

নিকাশ ঘরঃ কেন্দ্রীয় ব্যাংক সকল ব্যাংকের ব্যাংক হিসেবে তার তালিকাভূক্ত সকল ব্যাংকের সাথে দেনা-পাওনার বিষয়টি নিস্পত্তি করে।

ঋণদান ও তদারকিঃ কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার তালিকাভূক্ত অন্যান্য ব্যাংকের প্রয়োজনে ঋণ দেয়া এবং তা কিভাবে ব্যবহার হয় তার তদারকি করে।

ঋণ আদায়ে সহযোগীতাঃ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্তর্ভুক্ত ব্যাংকসমূহ যখন প্রদত্ত ঋণের অর্থ আদায়ে সমস্যায় পড়ে তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিজস্ব নিয়ম কানুন প্রণয়নের মাধ্যমে সরকারকে উৎসাহ দিয়ে যুগোপযোগী আইনের মাধ্যমে ব্যাংক সমূহের ঋণ আদায়ে সর্বোচ্চ সাহায্যে করে।

নিরীক্ষণ কাজঃ কেন্দ্রীয় ব্যাংক, তালিকাভূক্ত ব্যাংকসমূহ সঠিক ভাবে তাদের হিসাব কার্য পরিচালনা করছে কিনা তা নিরীক্ষণ করে থাকে।

জমা সংরক্ষনঃ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভূক্ত ব্যাংকসমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কতিপয় নিয়ম মেনে চলে। যেখানে দেয়া আছে জনগনের আমানতের নির্দিষ্ট কিছু অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়।

উপদেশ প্রদানঃ তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য ব্যাংক প্রতিবেদন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক উপদেশ প্রদান করে থাকে।

ঘ. উন্নয়ন মূলক কার্যাবলী

ব্যাংকিং ব্যাবস্থার প্রসারণঃ সাধারণ জনগণের সুবিধা কথা চিন্তা করে, ব্যাংকিং ব্যবস্থার সুবিধার কথা বিবেচনা করে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রকার নিয়ম কানুন তৈরীর মাধ্যমে উন্নয়ন কার্য সম্পাদন করে।

অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে উন্নয়নঃ অর্থনীতির অনেক খাত রয়েছে যেমন কৃষি, ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি খাতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে সামগ্রিক উন্নয়নে অবদান রাখে।

বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারঃ এই ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং মুদ্রার মান সংরক্ষণ করে। দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা করে থাকে।

প্রাকৃতিক সম্পদঃ দেশের আবিষ্কৃত ও অনাবিষ্কৃত সম্পদ সমূহ জনগণের কল্যাণে কিভাবে নিয়োজিত করা যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

ঙ. অন্যান্য কার্যাবলী

তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণাঃ সরকারের পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারকে পরামর্শ প্রদান এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর্থিক সংস্কার নীতিমালা প্রণয়নের উপর গবেষণা পরিচালনা করে থাকে।

বার্ষিক রিপোর্ট তৈরী ও বাস্তবায়নঃ কেন্দ্রীয় ব্যাংক সারা বছরের অর্থনৈতিক ও ব্যাংকিং ব্যাবস্থার চিত্র প্রিন্ট আকারে জনসম্মুখে প্রকাশ করে। এতে করে জনগন দেশের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে ধারনা লাভ করতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের আর্থিক উন্নয়ন এবং জনগনের প্রয়োজনে জনগনের স্বার্থে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা পালন করে থাকে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক (Commercial Bank)

বাণিজ্যিক ব্যাংক হল এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে জনগনের ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে স্বল্প সুদে আমানত সংগ্রহ করে এবং যাদের অর্থের প্রয়োজন তাদের অধিক সুদে ঋণ প্রদান করে। আমরা এভাবেও বলতে পারি যে ব্যাংক জনগনের ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আমানত সংগ্রহ করে তা সংরক্ষণ করে, লেনদেনে সহায়তা করে, ঋণ প্রদান করে, বিনিয়োগ সহায়তা করে, মূলধন গঠনে সহায়তা করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী (Functions of Commercial Bank)

আধুনিক অর্থনীতিতে ব্যাংকিং খাত অত্যন্ত উন্নত হয়েছে। মুনাফা বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতে বানিজ্যিক ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। নিম্নে পর্যায়ক্রমে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি আলোচনা করা হল-

ক) সাধারণ কার্যাবলি ঃ বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কাজ হল ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা মাধ্যমে মুনাফা অর্জন ও সর্বোচ্চ ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা।

১) **আমানত গ্রহণঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কাজ হল জনগণ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আমানত সংগ্রহ করা। এই আমানত তিন ধরনের হতে পারে-

ক) চলতি আমানত

খ) স্থায়ী আমানত

গ) সঞ্চয়ী আমানত

চলতি আমানতের অর্থ যে কোন সময় তোলা যায়। গ্রাহক চাওয়া মাত্র ব্যাংক তা দিতে বাধ্য থাকে। এই আমানতের উপর সুদ দেওয়া হয় না। সঞ্চয়ী আমানতের অর্থ উত্তোলন করা যায় ন। সঞ্চয়ী আমানতের উপর কিছু সুদ দেয়া হয়। স্থায়ী আমানতের টাকা মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে উঠানো যায় না। স্থায়ী আমানতের উপর বেশি সুদ পাওয়া যায়।

২) **ঋণ প্রদানঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানত সংগ্রহ করে এবং পরে যাদের প্রয়োজন যে সকল উদ্যোক্তাকে ঋণ হিসেবে প্রদান করে। এ ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতাদের নিকট হতে ঋণের বিপরীতে জামানত গ্রহণ হয়ে যায়।

৩) **বিনিয়োগের মাধ্যম সৃষ্টি করাঃ** নগদ অর্থের লেনদেন ঝুঁকিপূর্ণ। তাই নগদ অর্থের লেনদেন কমানোর জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন প্রকার বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, ভ্রমনকারীর চেক ইত্যাদি বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে লেনদেন অত্যন্ত সহজতর করে তোলে।

৪) **হুন্ডি বাট্রাকরণঃ** আর্থিক সংকটের সময় বাণিজ্যিক ব্যাংক মেয়াদ পূর্তির পূর্বেই কিছু কমিশন রেখে বিনিময় বিল ভাঙ্গিয়ে দেয়। একে হুন্ডি-বাট্রা বা বিল বাট্রাকরণ বলে।

৫) **ঋণ আমানত সৃষ্টিঃ** ঋণদানের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক গুলো আমানতের সৃষ্টি করতে পারে। যারা ব্যাংকে হতে ঋণ গ্রহণ করে তারা অনেক সময় ঋণের টাকা নগদ না উঠিয়ে ব্যাংকের একাউন্টে জমা রাখে। দরকারের সময় চেকের মাধ্যমে সে টাকা ওঠাতে পারে। এভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ হতে আমানত সৃষ্টি করে।

৬) **দেশীয় ও আন্তজার্তিক বানিজ্যিক সহায়তাঃ** দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক ব্যাবসায় বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রচুর অর্থ যোগান দেয়, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য একই সাথে ভালো উপদেশ দেয়। তাছাড়া ও ব্যবসায়ীদের বিনিময় বিলে স্বীকৃতি প্রদান, হুন্ডি বাট্টাকরণ ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৭) **মূলধন গঠনঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানত হিসেবে সাধারণ জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ করে বড় তহবিল গঠন করে। তাছাড়া বাণিজ্যিক ব্যাংক গুলো মূলধন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জনহিতকর কার্যাবলি

বাণিজ্যিক ব্যাংক তার কার্যাবলি মুনাফা অর্জনের জন্য সীমিত রাখে না, সে সাধারণ জনগণের কল্যানে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে নানা কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। নিচে এ সর্ম্পকে আলোচনা করা হলো-

১) অর্থ স্থানান্তর: বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের অভ্যন্তরে চেক, ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার ইত্যাদির মাধ্যমে অতিদ্রুত নিরাপদে অর্থ স্থানান্তর করে থাকে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বের যে কোন স্থান হতে অর্থ স্থানান্তর করে সাধারণ জনগণের উপকার করছে।

২) ওয়েজ আর্নার: বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বিদেশে কর্মরত সকল দেশী শ্রমিকদের মজুরি অতি দ্রুততম সময়ের মধ্যে দেশে সকল খরচ তাদের আত্মীয়ের নিকট পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করে শ্রমিকদের সেবা করে থাকে।

৩) মূল্যবান দ্রব্যাদি সংরক্ষণ: বাণিজ্যিক ব্যাংক তাদের গ্রাহকদের মূল্যবান দ্রব্যাদি ব্যাংকের নিজস্ব লকারে ন্যূন্যতম সার্ভিস চার্যের মাধ্যমে নিরাপদে সংরক্ষণ করে থাকে।

৪) ভ্রমনের সুযোগ সুবিধা তৈরী: নগদ অর্থ সাথে নিয়ে ভ্রমন করা ঝুকিপূর্ণ। তাই বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যাংক ভ্রমন, ভ্রমন চেক, ভ্রাম্যমান নোট ইত্যাদির মাধ্যমে নগদ অর্থ বহন করা থেকে ঝুকিমুক্ত করে।

৫) সনদ প্রদান: বানিজ্যিক ব্যাংকগুলো তাদের গ্রাহকের প্রয়োজনে আর্থিক স"ছলতার সনদপত্র প্রদান করে।

৬) প্রকাশনা: বাণিজ্যিক ব্যাংক তার নিজের আর্থিক অবস্থান ও দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থান পর্যালোচনা করে এর সাময়িকী প্রকাশ করে জনগনকে সচেতন করে তোলে।

প্রতিনিধিত্ব মূলক কার্যাবলি

১) ঋণ শর্তাদি সংগ্রহ প্রদান: বাণিজ্যিক ব্যাংক তার গ্রাহকদের হয়ে চেক, লভ্যাংশ, কুপন, আয়কর, বাড়ি ভাড়া, বীমা প্রিমিয়াম, গ্যাস বিল, বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি সংগ্রহ ও প্রদান করে থাকে।

২) ঋণপত্রের ক্রয় বিক্রয়: এই ব্যাংক তার গ্রাহকদের পক্ষে শেয়ার, ডিবেঞ্চার ক্রয় বিক্রয় করে থাকে। প্রাথমিক শেয়ার বিক্রয় করে থাকে। প্রাথমিক শেয়ার বিক্রয়ের জন্য কোম্পানিগুলো বাণিজ্যিক ব্যাংককে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে থাকে।

৩) অছির কাজ: বানিজ্যিক ব্যাংক তার গ্রাহকদের বন্ধকী সম্পত্তি দেখাশোনা, গ্রাহকের হয়ে সম্পত্তির দেখাশোনা, সম্পত্তির কর আদায় ইত্যাদি অছির ন্যায় কাজ করে।

৪) বৈদেশিক বিনিময়: বাণিজ্যিক ব্যাংক বৈদেশিক দেনা পাওনা পরিশোধে সহায়তা করে।

৫) শেয়ার সিকিউরিটিজ ক্রয় বিক্রয়: বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার, ডিবেঞ্চার, সরকারি বন্ড, সিকিউরিটিজ ক্রয় বিক্রয়ে প্রতিনিধিত্ব করে থাকে।

৬) অবলেখক: বাণিজ্যিক ব্যাংক নতুন নতুন কোম্পানির প্রাথমিক শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয়ের জন্য অবলেখক হিসেবে কোম্পানিতে কাজ করে।

৭) গোপনীয়তা রক্ষা: বানিজ্যিক ব্যাংক তার সকল গ্রাহকের লেনদেন, আর্থিক অবস্থা অর্থের হিসেবে ক্ষেত্রে কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করে।

অন্যান্য কার্যাবলী

বাণিজ্যিক ব্যাংক তার অধীনস্থ বিভিন্ন শাখার মধ্যে কাজের সমন্বয় সাধন করে থাকে। এই ব্যাংক তাদের নিজস্ব কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা পত্র প্রকাশ ও প্রচার করে থাকে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের সমাজ সেবা কার্যক্রম

সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেও বাণিজ্যিক ব্যাংক নানা ধরনের সমাজ সেবামুলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। যেমন- কোন কোন ব্যাংক দরিদ্র জনগণকে মাছের খামার করে দেয়, গবাদি পশু কিনে দেয়, বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ মুলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে, যাকাতের তহবিল গঠন করে। নিম্নে বাণিজ্যিক ব্যাংকের সমাজ সেবামূলক কার্যক্রম আলোচনা করা হল:

১) **শিক্ষা ও গবেষণায় সহায়তা:** বিভিন্ন ব্যাংক দরিদ্র জনগণের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে এককালীন, মাসিক ও বাৎসরিক ভিত্তিতে বৃত্তির ব্যবস্থা চালু করেছে। এর মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ দিন দিন বেড়েই চলেছে। তাছাড়া মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যাংকসমুহ বর্তমানে গবেষকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে।

২) **চিকিৎস্যা ক্ষেত্রে সহায়তা:** বিভিন্ন ব্যাংক বর্তমানে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য হাসপাতাল সমূহে অনুদান প্রদান করছে। তাছাড়া জটিল এবং কঠিন রোগসমুহে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ও সহায়তা প্রদান করছে।

৩) **দুর্যোগ মোকাবেলায় সহায়তা:** বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের পাশে এসে দাড়ায়। তারা সে সময় তাদেরকে আর্থিক সাহায্য অথবা মানবিক সাহায্য, এমনকি শীতবস্ত্র ও প্রদান করে। এর ফলে সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘব হয়।

৪) **গনসচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়তা:** বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন প্রচার প্রচারনা ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা যেমন যৌতুক, বাল্য বিবাহ, মাদক ইত্যাদি সম্পর্কে নানা ধরনের প্রচার প্রচারনা চালিয়ে থাকে।

৫) **পরিবেশ রক্ষায় ভুমিকা:** বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহ শহরের বিভিন্ন সড়ক ও মহাসড়কে বৃক্ষ রোপণ ও পরিচর্যা কার্যক্রম পরিচালনা করে, তাছাড়া রাস্তাঘাটের সৌন্দর্য বর্ধনসহ নানা ধরনের কাজ করে পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে।

অনলাইন ব্যাংকিং (Online Banking)

ব্যাংকিং কার্যক্রম সহজ, গ্রাহক সেবা উন্নয়ন ও সাশ্রয়ী করার লক্ষ্যে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো হচ্ছে। ইন্টারনেট প্রযুক্তির মাধ্যমে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বিশ্বের যে কোন জায়গা থেকে ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবা গ্রাহকদের হাতের নাগালে পৌছে দেয়ার কার্যক্রমকে অনলাইন ব্যাংকিং বলে। বাংলাদেশে অনলাইন ব্যাংকিং সেবা অতিদ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে সিটি ব্যাংক, সাউথ-ইস্ট ব্যাংক সহ আরো অনেকগুলো ব্যাংক এরই মধ্যে অনলাইন ব্যাংকিং সেবা শুরু করেছে। প্রযুক্তির সাহায্যে একটি ব্যাংক তার সকল শাখাকে একই নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসে। এর ফলে একজন গ্রাহক যে কোন একটি শাখায় হিসাব খোলার পর তার সুবিধা মতো ঐ ব্যাংকের যে কোন শাখা থেকে টাকা উত্তোলন বা জমা করতে পারেন। তাছাড়া একটি দেশের সকল ব্যাংকের ATM বুথগুলো অনলাইনের মাধ্যমে একই নেটওয়ার্কে অর্ন্তভূক্ত থাকে। তাই যে কোন ব্যাংকের ATM কার্ড দ্বারা যে কোন ব্যাংকের বুথ থেকে টাকা উত্তোলন করা যায়। ব্যাংকিং ব্যবস্থায় দিনে ২৪ ঘন্টা করে ৭ দিন অবিরাম ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবা প্রদান করছে। বর্তমানে অনলাইন ব্যাংকিং মাধ্যমে বিদেশে তহবিল স্থানান্তর, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ইত্যাদি নানা সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হওয়ায় আজ মানুষের জীবন সহজ হয়েছে, সময় ও শ্রমের অনেক সাশ্রয় হয়েছে।

অনলাইন ব্যাংকিং এর সুবিধা

অনলাইন ব্যাংকিং এর সুবিধাসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হল:

১) লেনদেন উন্নত ও সহজীকরণ: অনলাইন ব্যাংকিং আমাদের লেনদেনকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। একজন গ্রাহক তার নিকটবর্তী যে কোন শাখা থেকে লেনদেন কর্মকান্ড সম্পাদন করতে পারে।

২) ঝুকিহীন নিরাপদ লেনদেন: অনলাইন ব্যাংকিং এ লেনদেন সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে। এ ক্ষেত্রে অর্থ ছিনতাই ও ডাকাতির সম্ভাবনা থাকে না।

৩) দ্রুত গতির লেনদেন: অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে অনেক দ্রত গতিতে লেনদেন সম্পন্ন হয়। এর মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যে টাকা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাঠানো যায়।

৪) সময়, শ্রম ও ব্যয় হ্রাস: অনলাইন ব্যাংকিং এর কল্যাণে এখন পুত্রের কাছে পিতার টাকা আসতে এখন আর বাসে চড়ে ঢাকায় আসতে হয় না। যে কোন স্থান থেকেই এখন টাকা ওঠানো যায় অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে। এর মাধ্যমে সময় ও শ্রমের সাশ্রয় হয় ও ব্যয় হ্রাস পায়।

৫) তথ্য অনুসন্ধান: অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে এখন ঘরে বসে নিজের ব্যাংক আকাউন্ট চেক করা যায়। নানা ধরনের তথ্যের অনুসন্ধান করা যায়।

৬) ব্যবসা বাণিজ্যে গতিশীলতা বৃদ্ধি: অনলাইন ব্যাংকিং আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যকে আরো বেশী গতিশীল করে তুলেছে। অনলাইন এর মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় ও মূল্য পরিশোধ হওয়ায় ব্যবসা বাণিজ্যের পরিধি আরো ব্যাপক হচ্ছে।

৭) অর্থনৈতিক উন্নয়ন: অনলাইন ব্যাংকিং এ এখন অনেক মানুষ যুক্ত হচ্ছে, ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর মাধ্যমে অর্থের প্রচলন গতি, মুনাফার নিশ্চয়তা, নিয়োগ বৃদ্ধি তথা অর্থনীতিতে গতির সঞ্চার হচ্ছে।

খ) মোবাইল ব্যাংকিং (Mobile Banking)

নাম শুনেই বুঝা যাচ্ছে যে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মোবাইল ফোন প্রযুক্তির মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে ও স্বল্প খরচে ব্যাংকিং সুবিধা বঞ্চিত মানুষকে ব্যাংকিং সেবা পৌছে দেয়া কার্যক্রম পরিচালিত হয় তাকে মোবাইল ব্যাংকিং বলে। বাংলাদেশে মোবাইল ব্যাংকিং অতিদ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অনলাইন ব্যাংকিং জনপ্রিয় ও শক্তিশালী করার জন্য মোবাইল ব্যাংকিং সহায়ক হিসেবে কাজ করছে। বাংলাদেশে মোবাইল ব্যাংকিং সেবায় প্রতিনিধিত্বকারী ব্যাংক হচ্ছে ব্রাক ব্যাংক। এটি সর্ব প্রথম বিকাশ নামে মোবাইল ব্যাংকিং প্রথা চালু করছে। ডাচ্ বাংলা ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক, ইউনাইটেড কর্মাসিয়াল ব্যাংক এ সেবা বর্তমানে সফল ভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে মোবাইল ব্যাংকিং সার্ভিস থেকে নগদ টাকা উত্তোলন, জমাদান, ইউটিলিটি বিল পরিশোধ ATM বুথ থেকে টাকা উত্তোলন, এক ব্যাক্তির একাউন্ট থেকে অন্য ব্যক্তির একাউন্টে টাকা স্থানান্তর সহ বেশ কিছু সেবা পাওয়া যাচ্ছে। দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যারা এতদিন ব্যাংকিং সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল তারা ও মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন আর্থিক ও আধুনিক ব্যাংকিং সেবার সুযোগ পাচ্ছে।

মোবাইল ব্যাংকিং এর সুবিধা

মোবাইল ব্যাংকিং এর সুবিধা সমূহ নিম্নে দেয়া হল-

১) সুবিধা বঞ্চিতদের ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান: সত্যি কথা বলতে একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাংকিং সেবা পোঁছে দেয়া এখন ও সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি। তাই আমাদের দেশে এতদিন এক বৃহৎ জনগোষ্ঠী ব্যাংকিং সেবা থেকে বঞ্চিত ছিল। কিন্তু মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে এখন একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেবা পোঁছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে।

২) অর্থ স্থানান্তর: মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে এখন খুব সহজে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে টাকা স্থানান্তর করা যাচ্ছে।

৩) নিরাপদ লেনদেন: মোবাইল ব্যাংকিং এ লেনদেন সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে বিধায় এখন প্রায় সকল স্তরের মানুষই এ সেবা গ্রহণ করছে।

৪) দ্রত গতির লেনদেন: মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে লেনদেন খুব দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হয়। ঢাকা থেকে কেউ যদি রাজশাহীতে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে টাকা পাঠাতে সময় লাগে কয়েক সেকেন্ড।

৫) জরুরি প্রয়োজন মোকাবেলা: আমাদের জরুরি প্রয়োজনে এ সেবা আমাদের যথেষ্ট উপকার করে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শুক্র ও শনি বার ব্যাংক বন্ধ থাকে। কিন্তু ঐ ২ দিনই যদি কারো টাকার দরকার হয় তখন সে মহাবিপদে পড়বে। এমন অবস্থায় মোবাইল ব্যাংকিং খুব গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে।

৬) ক্রয়-বিক্রয় বৃদ্ধি: আমরা বর্তমানে কেনা বেচার সময় হাতে টাকা বহন করি না। মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে আমরা কেনা বেচার সময় মুল্য পরিশোধ করি।

৭) পাওনা পরিশোধ: আগে পাওনা পরিশোধ করতে যেমন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গিয়ে পাওনা পরিশোধ করতে হত, এখন মোবাইল ব্যাংকিং এর কল্যাণে এখন যেকোনো জায়গা থেকেই পাওনা পরিশোধ করা যায়।

৮) শ্রম, সময় ও অর্থ সাশ্রয়: মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে লেনদেন আমাদের অর্থশ্রম ও ব্যয়ের লাঘব ঘটায়।

৯) ব্যবসা বাণিজ্যে গতিশীলতা: মোবাইল ব্যাংকিং আমাদের লেনদেনকে আরও সহজ করে দিয়েছে যার ফলে ব্যবসা বাণিজ্য গতিশীল হয়েছে।

১০) রেমিটেন্স প্রাপ্তি: এখন মোবাইল ব্যাংকিং এর রেমিটেন্স শাখাগুলোতে বিদেশ থেকে খুব সহজেই টাকা পাঠানো যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ

১) কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কার্যাবলীসমূহ আলোচনা করুন।
২) অনলাইন ব্যাংকিং ও মোবাইল ব্যাংকিং সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

সারসংক্ষেপ

- কেন্দ্রীয় ব্যাংক: অর্থ বাজারের প্রধান নিয়ন্ত্রক কেন্দ্রীয় ব্যাংক। অর্থ বাজারের এই ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের অনুমোদন দিয়ে থাকে। সবরকম মুদ্রা প্রচলনের ব্যাংকের ব্যাংক হিসেবে কাজ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
- বাণিজ্যিক ব্যাংক: বানিজ্যিক ব্যাংক হল এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে জনগনের ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে স্বল্প সুদে আমানত সংগ্রহ ও যাদের অর্থের প্রয়োজন তাদের অধিক সুদে ঋণ প্রদান করে।
- মোবাইল ব্যাংকিং: যে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মোবাইল ফোন প্রযুক্তির মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে ও স্বল্প খরচে ব্যাংকিং সুবিধা বঞ্চিত মানুষকে ব্যাংকিং সেবা পৌছে দেয়া কার্যক্রম পরিচালিত হয় তাকে মোবাইল ব্যাংকিং বলে।
- অনলাইন ব্যাংকিং: ইন্টারনেট প্রযুক্তির মাধ্যমে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বিশ্বের যে কোন জায়গা থেকে ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবা গ্রাহকদের হাতের নাগালে পৌছে দেয়ার কার্যক্রমকে অনলাইন ব্যাংকিং বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৭.৫

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১। ব্যাংক হার কি?
(ক) বাণিজ্যিক ব্যাংক যে হারে জনগণকে ঋণ দেয় (খ) কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে হারে বাণিজ্যিক ব্যাংকে ঋণ দেয়
(গ) আর্থিক প্রতিষ্ঠান যে হারে ঋণ দেয় (ঘ) অনার্থিক প্রতিষ্ঠান যে হারে ঋণ দেয়

২। কোনটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ
(ক) নোট প্রচলন (খ) আমানত গ্রহণ (গ) ঋণ আমানত সৃষ্টি (ঘ) ব্যবসায় বিনিয়োগ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

সোমা প্রতি মাসে ৫০০ টাকা করে ব্যাংকে জমা রাখে। বছর শেষে তার মোট জমাকৃত টাকার সাথে ব্যাংক কিছু অতিরিক্ত টাকা তার হিসাবে জমা করে।

৩। ব্যাংকটি কোন ধরনের–
(ক) কেন্দ্রীয় (খ) বিশ্ব ব্যাংক (গ) বাণিজ্যিক ব্যাংক (ঘ) এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক

৪। উদ্দীপকের ব্যাংকটি অন্যতম কাজ-
(ক) ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা (খ) নোট প্রচলন করা (গ) মুদ্রার মান নিয়ন্ত্রন করা (ঘ) ঋণ আদান-প্রদান করা

৫। অনলাইন ব্যাংকিং এর সুবিধা-
i. ঘরে বসে নিজের ব্যাংক একাউন্ট চেক করা
ii. একটি ব্যাংকের যে কোন শাখায় লেনদেন করা
iii. ঝুঁকিযুক্ত লেনদেন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১)বাংলাদেশের কয়েকটি ব্যাংক হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক

(ক) বানিজ্যিক ব্যাংক কাকে বলে?

(খ) উপরিউক্ত ব্যাংকগুলোর মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোনটি এবং কেন?

(গ) বানিজ্যিক ব্যাংক ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলীর পার্থক্য দেখান?

(ঘ) কেন্দ্রীয় ব্যাংক বানিজ্যিক ব্যাংকের কোন কাজটি করতে পারে না এবং কেন?

২) জনাব আমজাদ হোসেন নোয়াখালি জেলার একটি ব্যাংকে হিসাব খুলে ঐ ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা থেকে টাকা উত্তোলন করতে ও বিভিন্ন শাখায় জমা দিতে পারেন। বিষয়টি আমজাদ হোসেন বেশ উপভোগ করেন।

(ক) বিহিত মুদ্রা কি?

(খ) মুদ্রার চাহিদা বলতে কি বোঝায়?

(গ) উদ্দীপকে কোন ধরনের ব্যাংকিং এর কোথা বলা হয়েছে?

(ঘ) উক্ত পদ্ধতির সুবিধা সমুহ আলোচনা করুন।

৩) শুভ ও বিন্তি সামনে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিল। এ জন্য তারা গৃহস্থালি জিনিস কেনার জন্য একটি দোকানে ঢুকল। তারা দোকান থেকে ১০০০০ টাকার পণ্য কিনে দোকানিকে ১০০০০ টাকার প্রাইজবন্ড দিলে দোকানি তা নিতে অস্বীকৃতি জানায়।

(ক) অর্থ কি?

(খ) দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধাটি ব্যাখ্যা করুন?

(গ) উদ্দিপকে সমপরিমাণ অর্থের বন্ড দিয়েও পছন্দের দ্রব্য ক্রয়ে ব্যর্থ হওয়ার কারন বিশ্লেষণ করুন।

(ঘ) উদ্দিপকে তারা যদি নগদ অর্থ পরিশোধ করত তবে অর্থের কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাবে, ব্যাখ্যা করুন।

৪। মিথুন সাহেব সোনালী ব্যাংকে প্রাথমিক আমানত করলেন ৬০০০ টাকা। সোনালী ব্যাংক এই টাকার ২০% কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রিজার্ভ রেখে অবশিষ্ট অর্থ মিথুন সাহেবকে ঋণ দিল। উক্ত ঋণ মিথুন সাহেব নগদ পেলেন না বরং ব্যাংকে হিসাব খোলে সেই হিসাবে আমানত করতে হলো। তাই সোনালী ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেল।

(ক) কেন্দ্রীয় ব্যাংক কি?

(খ) বাণিজ্যিক ব্যাংকের সামাজিক কার্যক্রম বলতে কি বোঝায়?

(গ) আমানত সংগ্রহ বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কাজ- ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) কেন্দ্রীয় ব্যাংক কিভাবে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে- বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠ ১৭.১: ১। খ ২। খ

পাঠ ১৭.২: ১। খ ২। ক

পাঠ ১৭.৩: ১। ঘ ২। গ ৩। ঘ

পাঠ ১৭.৪: ১। ক ২। গ ৩। গ

পাঠ ১৭.৫: ১। খ ২। ক ৩। গ ৪। ঘ ৫। ক